মূল ভাবনা

বিশ্বজুড়ে শিল্পকলার নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র এশিয়ার চিত্রশিল্পীরা নিয়ত পরিবর্তনশীল বাস্তবতার নিরিখে নিজেদের চিত্রকলার শৈলীতে পরিবর্তন এনেছেন। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তাঁরা তুলে ধরছেন নিজেদের প্রবহমান ঐতিহ্য, যেখানে উঠে এসেছে সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে চিত্রকলার পারস্পরিক সম্পর্ক। এ ধারার সকল শিল্পী এমন ধরনের সৃষ্টিশীল কাজে আগ্রহী, যা শুধুমাত্র সামাজিক আঙ্গিক নয়, বরং সমসাময়িক চিত্রশৈলী ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণাকে সাধনা-চর্চা করে থাকেন। বাংলাদেশ সবসময়ই চিত্রশিল্পীদেরকে তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ, এর সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, অর্থনীতি এবং দৈনন্দিন জীবনে নানা অনুষঙ্গ তুলে ধরার জন্য অনুপ্রাণিত করে। এই অনুপ্রেরণার ফলে শিল্পীরাও নিজেদের শৈল্পিক ঐতিহ্য, চিত্রকলার প্রকাশভঙ্গি, সহজাত নতুনত্ব এবং নান্দনিক প্রণয়নের বৈচিত্র প্রকাশ করতে পেরেছেন স্বচ্ছন্দে। ফলে বাংলাদেশ আজ তরুণ ও প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যাঁরা প্রতিনিয়তই নিত্যনতুন ঢঙে এবং নান্দনিক কৌশলের মাধ্যমে সমসাময়িক চিত্রকলার অঙ্গনে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন, যার মাধ্যমে তাঁদের নিজেদের শৈল্পিক প্রকাশ ও ব্যাপ্তি নতুন মাত্রা লাভ করছে।

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ এর উদ্দেশ্য এ ধরনেরই সৃজনশীল প্রবণতাকে ধারণ করা এবং এক্ষেত্রে অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করা, যা সমগ্র এশিয়া অঞ্চলের শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করে। এবারের প্রদর্শনীর লক্ষ্য হলো চারুশিল্পের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বস্তুগত উপাদানসমূহের পরিবর্তন সম্পর্কে, বিশেষত যোগাযোগ প্রযুক্তি, দৃশ্যকল্পের এবং নগরায়ণের বিস্তার সম্পর্কে সকলকে অবগত করা, যেসব কারণে শুধুমাত্র ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করাই সম্ভবপর হচ্ছে না বরং এর ফলে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং আদর্শগত মতামতের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। চারুকলা পৃথিবীর যাবতীয় অনিশ্চয়তার মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার একটি স্বীকৃত ভিত্তি তৈরী করতে সমর্থ।

১৯৮১ সাল থেকে শুরু হওয়া দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ বর্তমান সময়ের বিভিন্ন শৈল্পিক উপস্থাপনা প্রদর্শনের চেষ্টা করে আসছে, যার মধ্য দিয়ে চারুকলার ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তন সফলভাবে উঠে এসেছে। এই প্রদর্শনীর ভৌগোলিক সীমারেখা শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে এবং পৃষ্ঠপোষকদের এই অগ্রগামী আয়োজনের প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ। এই বিষয়টি অনিবার্যই ছিল যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কমবেশি একই ধরনের শৈল্পিক মনোবৃত্তির চর্চাকারী এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলো এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাই ঘটেছে।

দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ এশিয়ার শৈল্পিক ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক নান্দনিক ধারার প্রদর্শন করতে পেরে গর্বিত। এই প্রদর্শনীর আয়োজকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, প্রতিটি দ্বিবার্ষিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটি নতুন মাইলফলক অতিক্রান্ত হবে, যেখানে নিজেদের শিল্পসম্মত কাজের ধারাবাহিকতা এবং বৈচিত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তরুণ এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অগ্রগতি সাধনা ও চর্চা দৃশ্যমান হবে।

প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্য:

আগামী ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা গ্যালারিতে ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-এর উদ্বোধন হবে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত চলবে। মাসব্যাপী এই প্রদর্শনীতে দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক শিল্পকর্ম যেমন - চিত্রকলা, ছাপচিত্র, আলোকচিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপনাশিল্প ও নতুন মাধ্যম এর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে।

২ এবং ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, দুই দিনব্যাপী জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ১ম এবং ২য় দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১. Art and Contemporary Narratives; ২. Art Pedagogy and Promotion

১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-তে অংশগ্রহণের নির্দেশিকা/নিয়মাবলী:

১. প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা:

ক. ২২ বছরের উর্ধ্বে বাংলাদেশের সকল শিল্পী প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে অংশগ্রহণকারী শিল্পীর অবশ্যই জাতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে দুইটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ. প্রদর্শনীর জন্য অংশগ্রহণকারী শিল্পীর সাম্প্রতিক সময়ের (১ জানুয়ারী ২০১৬ এর পরে) সৃষ্ট শিল্পকর্ম জমা দিতে হবে। পূর্বে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে প্রদর্শিত শিল্পকর্ম এই প্রদর্শনীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

২. প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া:

ক. অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীদেরকে অনলাইনে নিবন্ধনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নিবন্ধন ফরম (Downloadable PDF Format) দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ-এর ওয়েবসাইট www.asianartbiennale.org.bd থেকে সংগ্রহ করা যাবে। প্রাথমিকভাবে অনলাইনে নিবন্ধনের পর অংশগ্রহণকারী শিল্পীর ইমেইলে পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য তথ্য পাঠানো হবে। শিল্পকর্ম নির্বাচন কমিটির দ্বারা চূড়ান্তভাবে শিল্পকর্ম নির্বাচনের পর অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের ইমেইলে একটি নির্দেশনা পাবেন। অংশগ্রহণকারীগন তাঁদের আবেদনের ফলাফল ওয়েবসাইটে এবং একাডেমির নোটিশবোর্ডে পাবেন।

খ. অনলাইন ছাড়াও ইমেইলে যোগাযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। ইমেইলের মাধ্যমে আবেদনের জন্য অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীদেরকে অবশ্যই তাঁদের অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট সকল ডক্যুমেন্টস আয়োজক কর্তৃক প্রদত্ত ইমেইল আইডিতে প্রেরণ করতে হবে।

গ. অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীগণ আবেদন সংশ্লিষ্ট সকল ডক্যুমেন্টস-এর হার্ডকপিসমূহ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রেরণ অথবা সরাসরি সংশ্লিষ্ট অফিসে জমা দিয়ে যেতে পারবেন।

৩. প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন সংশ্লিষ্ট ডক্যুমেন্টস:

ক. অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীকে অবশ্যই প্রদর্শনীর জন্য উপস্থাপিত শিল্পকর্মের বিবরণ (যেমন – শিল্পকর্মের শিরোনামসহ তালিকা, মাধ্যম/উপাদান, মাপ, সাল এবং স্বাক্ষর) এবং শিল্পকর্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা (কনসেপ্ট নোট) জমা দিতে হবে। শিল্পকর্মের ইমেজ ন্যূনতম ২০০ ডি পি আই রেজ্যুলেশনে (200 DPI Resolution) সি এম ওয়াই কে (CMYK Color Mode) কালার মোডে টিফ্ (TIFF) অথবা জে পি ই জি (JPEG) ফরম্যাটে উপস্থাপন করতে হবে। কম রেজ্যুলেশন ক্যামেরায় তোলা অস্পষ্ট বা ঘোলাটে ইমেজ বাছাই পর্বে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। ইমেইলে প্রেরণের জন্য সকল ইমেজ ফাইল ন্যূনতম ৭২ ডি পি আই রেজ্যুলেশনের এবং ১ মেগাবাইটের মধ্যে হতে হবে। কালার ফটোগ্রাফ (হার্ডকপি) 5R (৫" X ৭") মাপের হতে হবে।

খ. অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীগণ অবশ্যই তাঁদের জীবনবৃত্তান্ত বাংলা ও ইংরেজিতে নিম্নলিখিত তথ্যাদিসহ জমা দিবেন:

অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীর ১ কপি রঙিন ছবিসহ নাম, জন্ম তারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম্বার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অভিজ্ঞতা, চারুকলা বিষয়ক অর্জন ইত্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীরা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সেমিনার সেশনে অংশ নিতে পারবেন। সেমিনারের আলোচকবৃন্দ প্রত্যেকের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে। মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন সহযোগে সেমিনারে অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীরা আয়োজক কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের উপস্থাপনা অগ্রীম প্রদান করবেন।

৪. শিল্পকর্মের প্রদর্শন:

ক. একজন শিল্পী চিত্রকলা/ছাপচিত্র/আলোকচিত্র বা অন্য কোনো শিল্পকর্মের জন্য ফ্রেইমসহ দৈর্ঘ্য ১২ ফুট (৩৬৫ সেমি.) X প্রস্থ ৭ ফুট (২১৩ সেমি.) অর্থাৎ ৮৪ বর্গফুট ওয়াল স্পেস এবং ভাস্কর্যের জন্য বেইজসহ দৈর্ঘ্য ৮ ফুট (২৪০ সেমি.) X প্রস্থ ৬ ফুট (১৮০ সেমি.) অর্থাৎ ৪৮ বর্গফুট ফ্লোর স্পেস পাবেন। চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে ফ্রেমসহ ৭ ফুট (২১০ সেমি.) এবং ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বেদীসহ ৭ ফুট (২১০ সেমি.) উচ্চতার বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, একজন শিল্পীর জন্য বরাদ্দকৃত নির্ধারিত ওয়াল স্পেস বা ফ্লোর স্পেসের মধ্যে তাঁর শিল্পকর্ম/শিল্পকর্মসমূহ প্রদর্শন করতে হবে।

খ. যে সব শিল্পকর্মের জন্য ফ্রেইম আবশ্যক সেই সব শিল্পকর্ম মানসম্পন্ন ফ্রেইমসহ জমা দিতে হবে। জমা দেওয়ার পর ফ্রেইম করা যাবে না।

গ. শিল্পকর্ম ডিসপ্লে কমিটি সম্পূর্ণভাবে শিল্পকর্ম প্রদর্শনের স্থান নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন।

ঘ. স্থাপনা শিল্পের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীকে তাঁর শিল্পকর্ম সঠিকভাবে স্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও জনবলসহ প্রদর্শনীর স্থানে উপস্থিত থেকে শিল্পকর্ম ডিসপ্লে কমিটির পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে। স্থাপনা শিল্পের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট X প্রস্থ ১৬ ফুট X উচ্চতা ১০ ফুট মাপের বেশি গ্রহণযোগ্য হবে না। সেক্ষেত্রে শিল্পকর্মের বিভিন্ন দিকের লে-আউটসহ কালার ড্রয়িং/থ্রি ডি (3D) ইমেজ সিডির মাধ্যমে কনসেপ্ট পেপার এবং ৪৫ X ৪৫ সেমি. সাইজের একটি মডেলসহ জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, স্থাপনা শিল্পকর্মের কাজ প্রদর্শনী শুরুর ৭ (সাত) দিন পূর্বে নির্ধারিত স্থানে নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে। শিল্পকর্ম ডিসপ্লে কমিটি কর্তৃক বরাদ্দকৃত নির্ধারিত স্থানেই শিল্পীকে স্থাপনা শিল্পের কাজ করতে হবে। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক কোনো উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়াও প্রদর্শনীর স্থানে যেমন দেয়াল, মেঝে বা ছাদের কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

ঙ. যেকোনো ভিডিও স্থাপনার জন্য অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীকে অবশ্যই স্থাপনার উপকরণ যেমন – ল্যাপটপ, প্রজেক্টর (ফেরতযোগ্য) ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থাপনার উপকরণ সংগ্রহের জন্য অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীকে আয়োজক কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদান করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীকে তার ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

চ. পারফরমেন্স আর্ট এ অংশগ্রহণে আগ্রহী শিল্পীদেরকে পূর্বের পারফরমেন্সের ভিডিও সরবরাহসহ ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-তে অংশগ্রহণের জন্য কনসেপ্ট পেপার জমা দিতে হবে।

ছ. প্রতিটি শিল্পকর্মের ইমেজের নিচে বা কালার ফটোগ্রাফের পিছনে Top (↑) চিহ্ন ও ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

জ. প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত যে কোনো শিল্পকর্ম (ভিডিও স্থাপনাসহ) প্রদর্শনী শেষ হওয়ার আগে সরিয়ে নেওয়া যাবে না।

ঝ. প্রদর্শনীতে বিক্রয়লব্ধ শিল্পকর্মের মূল্য থেকে ১৫(পনের) শতাংশ হারে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিকে কমিশন প্রদান করতে হবে।

ঞ. প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত কোনো শিল্পকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে না।

৫. প্রদর্শনীতে আবেদন ও শিল্পকর্ম জমাদানের সময়সীমা:

ক. নিবন্ধন ও অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট ডক্যুমেন্টস প্রেরণের শেষ দিন: ৩১ মে, ২০১৮।
খ. মূল শিল্পকর্ম জমাদানের শেষ দিন: ৩১ জুলাই, ২০১৮।

৬. শিল্পকর্ম জমাদান ও ফেরত গ্রহণ:

ক. অংশগ্রহণকারী শিল্পী তাঁর শিল্পকর্ম নিজ দায়িত্বে পরিচালক, চারুকলা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা – ১০০০ বরাবরে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত শিল্পকর্ম নির্ধারিত স্থানে জমাদান করবেন। জমাদানের পূর্বে শিল্পী তাঁর শিল্পকর্মের সঠিক বিবরণ লিখিত আকারে প্রদান করবেন।

খ. প্রদর্শনী সমাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের প্রদর্শনীর স্থান থেকে তাঁদের শিল্পকর্ম নিজ দায়িত্বে ফেরত নিয়ে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে শিল্পকর্ম ফেরত নেওয়ার পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রমাণ নিশ্চিত করে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে শিল্পকর্ম হারিয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

৭. পুরস্কারের জন্য বিচারকমন্ডলী কর্তৃক শিল্পকর্ম নির্বাচন:

বাংলাদেশী ২ (দুই)জনসহ বিদেশী ৩ (তিন)জন শিল্পী/শিল্প বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিচারকমন্ডলী ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ এর গ্র্যান্ড এবং সম্মানসূচক পুরস্কারের জন্য শিল্পকর্মসমূহ নির্বাচন করবেন।

৮. ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮-এর পুরস্কার:

ক. ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য ৩ (তিন)টি গ্র্যান্ড পুরস্কার এবং ৬ (ছয়)টি সম্মানসূচক পুরস্কার মনোনীত করা হবে। শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য মনোনীত বিজয়ী শিল্পীদের ১৮তম দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী বাংলাদেশ ২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ. প্রতিটি গ্র্যান্ড পুরস্কার বিজয়ী শিল্পীকে মেডেল ও ক্রেস্টসহ নগদ ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে। প্রতিটি সম্মানসূচক পুরস্কার বিজয়ী শিল্পীকে মেডেল ও ক্রেস্টসহ নগদ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) প্রদান করা হবে।

গ. পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীর শিল্পকর্ম হুবহু/আংশিক কপিকৃত হলে উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে তা বাতিল করা হবে এবং পরবর্তী দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

৯. প্রদর্শনী সংক্রান্ত সকল যোগাযোগের ঠিকানা:

দ্বিবার্ষিক এশীয় চারুকলা প্রদর্শনী সেল, চারুকলা বিভাগ, জাতীয় চিত্রশালা ভবন, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা – ১০০০।
ফোন: +৮৮০২৯৫৮৮৫৫৭; +৮৮০২৯৫৮৫৪৪০; +৮৮০১৭৩১২৬৬২৮৬; +৮৮০১৯১৪৮৫৪৮১২।
ইমেইল: asianart.biennale.bd@gmail.com
asianart.biennalebd2016@yahoo.com
dg.bsa.biennale@gmail.com
director.fad.bsa@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.asianartbiennale.org.bd

www.asianartbiennale.org.bd

Creative Bangladesh
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
BANGLADESH SHILPAKALA ACADEMY
National Academy of Fine and Performing Arts